কালের কণ্ঠ

তারিখ 12 MAY 2014
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

অপহরণ-ছিনতাইয়ে জড়িয়ে পড়ছে ছাত্রলীগ

সরোয়ার আলম ও তৈমুর ফারুক তুষার ▶

ছাত্রলীগের বিতর্কিত কর্মকাণ্ড থামছে না। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর থেকে চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের পেটানো, রাজপথে প্রকাশ্যে পথচারী ও নিজ দলের কর্মী খুনসহ নানা কারণে বিতর্কিত হয়েছে সংগঠনটি। তার সঙ্গে নতুন করে যোগ হয়েছে অপহরণ ও ছিনতাই। সংগঠনের অনেক নেতা-কর্মী এই অপকর্মে জড়িয়ে পড়ছে। গত এক মাসে সারা দেশে ছাত্রলীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা কমপক্ষে ছয়টি অপহরণ ও ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটান। জড়িতদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক শাস্তিমূলক ▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ১

অপহরণ-ছিনতাইয়ে জড়িয়ে পড়ছে ছাত্রলীগ

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

ব্যবস্থা নেওয়া হলেও অপকর্ম বন্ধ হয়নি।

ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয়, বিশ্ববিদ্যালয়, থানা কমিটিসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধেই নানা অপরাধে জড়িত হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। তবে ছাত্রলীগের এসব কর্মকাণ্ডের দায় নিতে রাজি নন আওয়ামী লীগের অনেক নেতা। তাঁদের মতে, ছাত্রলীগ এখন আর আওয়ামী লীগের অঙ্গ বা সহযোগী সংগঠন নয়। এ কারণে ছাত্রলীগের ভালো-মন্দের দায় তাঁদেরই নিতে হবে। কেউ কেউ বলছেন, ছাত্রলীগের মধ্যে অনুপ্রবেশকারীদের কারণে বিতর্কিত ঘটনাগুলোর সৃষ্টি হচ্ছে। কেউ বলছেন, ছাত্র সংগঠনগুলোর কার্যক্রম কিছুদিনের জন্য বন্ধ রাখা উচিত। সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সংসদের নির্বাচনের ব্যবস্থা করে এরপর আবার তাদের কাজ করার অনুমতি দেওয়া উচিত।

এদিকে সংগঠনের নেতা-কর্মীদের নৈতিকতার উন্নয়ন ঘটাতে পাঠচক্র ও প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নিতে যাচ্ছে ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটি।

জানা যায়, গত বৃহস্পতিবার রাতে রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের মুক্তমঞ্চের কাছ থেকে এক ব্যবসায়ীকে অপহরণ করে ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতা-কর্মী। পরের দিন মুক্তিপণ দেওয়ার ফাঁদ পেতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি থেকে পুলিশ সাত অপহরণকারীকে আটক করে। আটককৃতদের মধ্যে ছয়জন ছাত্রলীগের নেতা-কর্মী। তাঁরা হলেন ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় উপক্রীড়া সম্পাদক সৃজন ঘোষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সহসভাপতি তানভীরুল ইসলাম, জগন্নাথ হল শাখা সহসভাপতি অনুপম চন্দ্র, মুহসীন হল শাখার ছাত্রবৃত্তিবিষয়ক সম্পাদক আবদুল্লাহ আল মামুন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের কর্মী হিমেল, ঢাকা কলেজ ছাত্রলীগের কর্মী বাপ্পী। তাঁদের মধ্যে তানভীরুলকে ছেড়ে দেওয়া হলেও বাকিদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বর্তমানে পাঁচ ছাত্রলীগ নেতা জেলহাজতে রয়েছেন। এ ঘটনায় আরেক অভিযুক্ত আরফান পাটোয়ারীকে তিন দিনের রিমান্ডে নিয়েছে পুলিশ।

জানা গেছে, রিমান্ডে আরফান পাটোয়ারী অপহরণের ঘটনায় ছাত্রলীগের নেতাদের জড়িত থাকার বিষয়ে তথ্য দিয়েছেন। আরফান পাটোয়ারীকে গতকাল রবিবার কয়েক দফা জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন পুলিশ কর্মকর্তারা। পুলিশ কর্মকর্তাদের আরফান জানিয়েছেন, ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির উপক্রীড়াবিষয়ক সম্পাদক সৃজন ঘোষের সঙ্গে আগে থেকেই তাঁর পরিচয় ছিল। ব্যবসায়ী ফরহাদ ইসলামকে অপহরণ করার জন্য সৃজনের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সৃজন জগন্নাথ হল শাখার সহসভাপতি অনুপম চন্দ্র, মুহসীন হল শাখার ছাত্রবৃত্তিবিষয়ক সম্পাদক আবদুল্লাহ আল মামুন ও ছাত্রলীগকর্মী হিমেলকে ডাকেন। টিএসসিতে বসে অপহরণের ছক আঁকা হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৮ মে রাত আনুমানিক ৯টার দিকে ব্যবসায়ী ফরহাদ ইসলাম সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের সামনে এলে তাঁকে অপহরণ করা হয়। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে আরফান আরো জানান, মুক্তিপণের জন্য ফরহাদকে জগন্নাথ হলে নিয়ে ব্যাপক নির্যাতন চালানো হয়। তাঁর কাছ থেকে প্রায় ১০ লাখ টাকা আদায় করার পরিকল্পনা ছিল ছাত্রলীগ নেতাদের।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক থানা পুলিশের এক কর্মকর্তা বলেন, শুধু আরফান নন, আটক পাঁচ ছাত্রলীগ নেতাকেও রিমান্ডে নেওয়ার প্রস্তুতি নেওয়া হয়। কিন্তু 'উপরের' নির্দেশ আসায় তাদের রিমান্ড চাওয়া হয়নি। অথচ মূল ঘটনার নায়ক ছাত্রলীগ নেতারা। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারলে আরো তথ্য পাওয়া যেত। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এর আগেও গ্রেপ্তারকৃতরা আরো কয়েকটি অপহরণের ঘটনা ঘটান। তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় মোটরসাইকেল ছিনতাই করে থাকেন।

এ প্রসঙ্গে রমনা ডিভিশনের উপপুলিশ কমিশনার মারুফ হাসান কালের কণ্ঠকে বলেন, রিমান্ডে থাকা আরফানের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে। তবে তথ্যগুলো যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে।

এ ঘটনার আগে, গত মঙ্গলবার রাত ১২টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্সি বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্র এ বি মাইনুল ইসলামকে চানখাঁরপুল থেকে অপহরণ করেন ঢাকা কলেজ ছাত্রলীগের বিলুপ্ত কমিটির প্রচার সম্পাদক সোহেল রানা। মাইনুলকে ইন্টারন্যাশনাল হলের ৩১৬ নম্বর কক্ষে আটকে রেখে তিন লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করা হয়। পরে কৌশলে সেখান থেকে বের হয়ে আসেন মাইনুল।

গত ১৫ এপ্রিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের দুই নেতাকে ছিনতাইয়ে জড়িত থাকার অভিযোগে আটক করে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ। আটককৃত এ দুই ছাত্রলীগ নেতা হলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সহসভাপতি আয়েতুল্লাহ বেহেস্তী ও সাংগঠনিক সম্পাদক সাদ্দাম হোসেন। দুজনই পুলিশের কাছে ছিনতাইয়ে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেন।

গত ১৩ এপ্রিল দুপুরে রাজধানীর মগবাজারে ছিনতাইয়ের চেষ্টাকালে রামপুরা থানা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মাসুদ পারভেজকে পিস্তলসহ আটক করে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করে স্থানীয় জনগণ। জানা যায়, বাংলামোটরে গাড়ির যন্ত্রাংশের দোকানের কর্মী ইউসুফ আলী মগবাজারে-নিউ ইস্কাটন রোডে একটি ব্যাংকে টাকা জমা দিতে যান। তিনি ব্যাংকের সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় অস্ত্রের মুখে তাঁর কাছ থেকে টাকার ব্যাগ ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে মাসুদ ও তাঁর সহযোগীরা। এ সময় ইউসুফের চিৎকারে আশপাশের ব্যবসায়ীরা এসে মাসুদকে পিস্তলসহ আটক করে।

একই দিন রাতে লক্ষ্মীপুরের রায়পুর উপজেলার সিংহের পুল নামক স্থানে রুহুল আমিন ভূঁইয়া নামে এক ব্যবসায়ীর ১২ লাখ টাকা ছিনিয়ে নেন পৌর ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতা। এ ঘটনায় রুহুল আমিনের ম্যানেজার উত্তম মজুমদার পৌর ছাত্রলীগের তথ্যবিষয়ক সম্পাদক রানা দেওয়ানজী ও ছাত্রলীগকর্মী ফয়সালসহ অজ্ঞাতনামা ছয়-সাতজনকে আসামি করে মামলা করেন।

গত ৭ এপ্রিল রাজধানীর বারিধারা ডিওএইচএসে সন্ধান মেলে ব্যবসায়ী ওয়াজিবুল্লাহর 'টর্চার সেল'। এ টর্চার সেলে আটকে রেখে ও নির্যাতন করে ব্যবসায়ীদের থেকে টাকা আদায় করা হতো। এখান থেকে র‌্যাব ১২ জনকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে একজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কবি জসীমউদ্‌দীন হল শাখা ছাত্রলীগের সহসভাপতি আল ইমরান। র‌্যাব জানায়, দীর্ঘদিন ধরে ইমরান ব্যবসায়ী ওয়াজিবুল্লাহর সঙ্গে মিলে অপহরণ, নির্যাতনসহ নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড সংঘটিত করে আসছিল।

একের পর এক ছাত্রলীগ এসব অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ায় বিব্রত ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক। সংগঠন থেকে বহিষ্কার করেও থামানো যাচ্ছে না এসব অপকর্ম। ফলে সংগঠনের নেতা-কর্মীদের নৈতিকতার উন্নয়নে শিগগিরই পাঠচক্রের আয়োজন করতে যাচ্ছে ছাত্রলীগ। ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সিদ্দিকী নাজমুল আলম কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমাদের সমাজ অবক্ষয়ের দিকে ধাবিত হচ্ছে। ছাত্রলীগও সমাজের বাইরে নয়। বিভিন্ন অপকর্মে জড়িতদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া সত্ত্বেও এসব ঘটনা বন্ধ হচ্ছে না। এ কারণে আমরা দলীয় নেতা-কর্মীদের নৈতিকতার উন্নয়নে পাঠচক্র ও প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছি। শিগগিরই এটি শুরু হচ্ছে। আর দলীয় নেতা-কর্মীদের সবাইকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও জীবনী পাঠ করতে উদ্বুদ্ধ করছি।'

এদিকে ছাত্রলীগের কর্মকাণ্ডের দায় নিতে রাজি নন আওয়ামী লীগের অনেক নেতা। দলটির সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য নূহ-উল-আলম লেনিন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'ছাত্রলীগ এখন আর আওয়ামী লীগের অঙ্গ বা সহযোগী সংগঠন নয়। এ কারণে তাদের ভালোমন্দের দায়ও তাদেরই নিতে হবে।' তবে তিনি বলেন, 'রাজনীতিতে আগের আদর্শবাদিতার চর্চা এখন নেই। সামগ্রিক রাজনীতিতে যে কলুষতা ঢুকেছে, সেটি থেকে ছাত্র সংগঠনও মুক্ত নয়। অনেক নেতাই জাতীয় ও স্থানীয়ভাবে ছাত্র সংগঠনকে নিজ স্বার্থে ব্যবহার করেন। এটি ছাত্রলীগের ক্ষেত্রেও ঘটে।'

ছাত্র সংগঠনগুলোকে সুস্থ ধারায় ফেরানোর জন্য সব ছাত্র সংগঠনের কার্যক্রম কিছুদিনের জন্য বন্ধ রাখার পরামর্শ দেন লেনিন। তিনি বলেন, 'সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র সংসদের নির্বাচনের ব্যবস্থা করে তারপর ছাত্র সংগঠনগুলোকে আবার কাজ করার অনুমতি দেওয়া উচিত। এতে সংগঠনগুলো কলুষতা থেকে বের হয়ে আসতে পারবে।'

ছাত্রলীগের বিষয়ে জানতে চাইলে আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'ছাত্রলীগ দেশের ঐতিহ্যবাহী একটি সংগঠন। ছাত্রলীগের মধ্যে অনুপ্রবেশকারীদের কারণে বিতর্কিত ঘটনাগুলোর সৃষ্টি হচ্ছে। আমরা প্রত্যাশা করব ছাত্রলীগ শিগগিরই এ অবস্থা থেকে বের হয়ে আসবে। আর ছাত্রলীগের কর্মকাণ্ডের কারণে আওয়ামী লীগকে দোষারোপ করা যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ ছাত্রলীগ এখন আর আওয়ামী লীগের অঙ্গ বা সহযোগী সংগঠন নয়।'

এদিকে ছাত্রলীগের বিষয়ে জানতে চাইলে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য আমির হোসেন আমু ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব-উল-আলম হানিফ।